জমি বিক্রয়

বনগাঁ থানার অন্তর্গত উত্তর কালুপুর গ্রামে পঞ্চায়েত রাস্তার পার্শ্বে ৬ ফুট রাস্তা সহ ৭ কাঠা জমি সম্পত্তি বিক্রয় হবে।

যোগাযোগঃ ৬২৯৫২৬০৮০৫

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 07 ❑ Issue 18 ❑ 20 July, 2023 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত

ALANKAR অলঙ্কার

সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা

যশোহর রোড • বনগাঁ

M : 9733901247

নদী থেকে উদ্ধার ২ শিশুর মৃতদেহ রেললাইনে মিলল মায়ের দেহ

প্রতিনিধি ঃ মঙ্গলবার সকাল থেকে নিখোঁজ ছিলেন এক মহিলা ও তার দুই শিশুসন্তান। বুধবার দুপুরে বনগাঁ থানা সংলগ্ন ইছামতি নদীর ঘাট থেকে দুই শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার করল বনগাঁ থানার পুলিশ।

স্থানীয় এক বাসিন্দা নদীর ঘাটে দুর্গন্ধ পান। কাছে গিয়ে দেখেন দুই শিশু ভেসে আছে। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। পুলিশ এসে দেহ দুটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃত দুই শিশুর নাম সোনালী ঘোষ ও দেবব্রত ঘোষ। সোনালীর বয়স দেড় বছর ও দেবব্রতর বয়স চার বছর। দুই শিশুর মায়ের নাম মালতি ঘোষ। বাড়ি বাগদা থানার বগুলা পাড়া এলাকায়।

অন্যদিকে, একদিন পর নিখোঁজ মালতী ঘোষের মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। সূত্রে খবর, বনগাঁয় রেলে কাঁটা পড়ে মৃত্যু হয়েছে ঐ মহিলার। পরিবারের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে এসে মালতী ঘোষের দেহ সনাক্ত করা হয়।

পরিবারের লোকজন জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল সাতটা থেকে দুই সন্তানকে নিয়ে মহিলা নিখোঁজ হয়ে যান। পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি করে তার সন্ধান পাননি। বুধবার বাগদা থানায় নিখোঁজ ডাইরিও করা হয়। এদিকে বনগাঁ থানার পক্ষ থেকে তদন্ত নেমে শিশু দুটির পরিত্তচয় জানতে পারে।

বাঁদিকে মৃতা মালতী ঘোষ। ডানদিকে মৃত সোনালী ঘোষ ও দেবব্রত ঘোষ।

পুলিশের পক্ষ থেকে পরিবারের লোকজনকে খবর দেওয়া হয়। মালতির স্বামী বলরাম ঘোষ পেশায় ভ্যানচালক। তিনি বলেন, 'মঙ্গলবার সকালে রান্না করে ঘরে তালা দিয়ে বউ ছেলে-মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। আমাদের মধ্যে কোন অশান্তি ছিল না। কেন এমন ঘটলো বুঝতে পারছি না। তবে পরিবারের লোকজন মনে করছেন এই ঘটনায় দ্বিতীয় কোন লোকও যুক্ত থাকতে পারে।

বনগাঁর এসডিপিও অর্ক পাঁজা বলেন, 'মহিলা দুই শিশুকে নিয়ে নদীতে নেমেছিলেন। পরে শিশু ছাড়া মহিলাকে উঠে আসতে দেখা গিয়েছিল। কেন তিনি শিশুদের নিয়ে নদীতে নেমেছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

জয়ের হ্যাটট্রিক করলেন বিজেপি প্রার্থী

নীরেশ ভৌমিক ঃ একই কেন্দ্র থেকে পরপর তিনবার জয়ী হয়ে জয়ের রেকর্ড গড়লেন চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদায়ী সদস্যা শিউলি মণ্ডল।

চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের শিমুলিয়া পাড়া সানাপাড়ার বাসিন্দা শিউলি দেবী সদ্য সমাপ্ত ত্রিস্তর পঞ্চায়ের নির্বাচনে চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৬২ নং বুথ থেকে গ্রাম সভার আসনে জয় লাভ করেন।

এবারে তিনি তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অনিতা সরকারকে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইতে ৬৩ ভোটে পরাস্ত করে জয়ের মালা গলায় পরেন।

শিউলি দেবীর স্বামী স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব নেপাল মণ্ডল জানান, এবারে লড়াইটা একটু শক্ত থাকলেও শিউলি জিতবেই, সেই ধারনা আমাদের ছিল। কারণ সে সারা বছর এলেকার মানুষের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে থাকেন। বিগত পঞ্চায়েতে শিউলি বিরোধী দলনেত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন বলে বিজেপি নেতা নেপাল বাবু আরোও জানান।

প্রয়াত সাংবাদিক পুলিনকৃষ্ণ দাসের স্মরণে স্মারক গ্রহণ প্রকাশ

নীরেশ ভৌমিকঃ গত ২০ জুলাই ছিল হাবড়া থেকে প্রকাশিত ধারাপাত পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সদ্য প্রয়াত পুলিন কৃষ্ণ দাসের ৭৮তম জন্মদিন। দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে পত্রিকার কর্তৃপক্ষ এদিন হাবড়ার কলতান হলে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। প্রয়াত পুলিনবাবুর সুযোগ্য পুত্র পত্রিকা

দ্বিতীয় পাতায়...

নিমন্ত্রণ

সুধী,

২৪ শে জুলাই সোমবার বিকাল ঠিক ৫টার সময় বনগাঁ নীলদর্পণ সভাগৃহে **দি আর্ট অফ লিভিং** এর পক্ষ থেকে জ্ঞানসভা ও মনোজ্ঞ সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সভায় উপস্থিত থাকবেন ডঃ সুবিনয় দাস (মহাকাশ বিজ্ঞানী) ও ডঃ বনানী চক্রবর্তী (ডি.এন.এ. গবেষক)। এই অনুষ্ঠানটি সর্ব-সাধারণের জন্য আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য সকলকে রইল সাদর আমন্ত্রণ।

নিবেদনান্তে,

দি আর্ট অফ লিভিং, বনগাঁ শাখা

বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা

Behag Overseas

Complete Logistic Solution

(MOVERS WHO CARE)

MSME Code UAM No.WB10E0038805

ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR

CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA

Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre, 5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001

Phone No. : 033-40648534

9330971307 / 8348782190

Email : info@behagoverseas.com

petrapole@behagoverseas.com

BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

বনগাঁ পঞ্চায়েত সমিতি

বৈরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত *তথ্য সূত্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশন

মোট আসন ২৯টি। তৃণমূল- ২৯টি

জয়ী প্রার্থীর নাম	দল	প্রাপ্ত ভোট	নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি	দল	প্রাপ্ত ভোট
তনুজা খাতুন মোল্লা	তৃণমূল	৬৫৭	সন্ধ্যা মজুমদার	বিজেপি	২৬
হায়দার আলি মোল্লা	তৃণমূল	৬২১	বাবুল বরণ মজুমদার	সিপিআইএম	৪১
জেসমিন মণ্ডল	তৃণমূল	২১২	রীতা রায়	বিজেপি	৬৪
গিয়াসুদ্দিন মণ্ডল	তৃণমূল	১৩৪	.....	.....	.....
রাসিদা বিশ্বাস	তৃণমূল	৯৮৭	.....	.....	.....
রিয়াজুল মণ্ডল	তৃণমূল	৯৮৯	নাজিমুদ্দি মণ্ডল	সিপিআইএম	১৩৪
অঞ্জলী মজুমদার	তৃণমূল	৪৫১	মমতা মজুমদার মণ্ডল	বিজেপি	২৭৬
মৌসুমী বিশ্বাস	তৃণমূল	৯৯৮	চন্দনা দাস	বিজেপি	২৫
আশাদুল বিশ্বাস	তৃণমূল	৯৯৪	সুজিত ঘোষ	বিজেপি	২৬
রেখা রানী মণ্ডল	তৃণমূল	৮১২	উজ্জ্বল অধিকারী	বিজেপি	১৭০
নমিতা রায়	তৃণমূল	৪৬৪	অর্চনা সরকার	বিজেপি	২৩৫
মমতা পারভিন বিশ্বাস	তৃণমূল	৪৫৬	অনিতা মজুমদার	বিজেপি	২৩১
সুকদেব বিশ্বাস	তৃণমূল	১১৩৭	লক্ষ্মণ বিশ্বাস	বিজেপি	৪২
সেলিম মণ্ডল	তৃণমূল	১১৩০	কারিউল বিশ্বাস	সিপিআইএম	৬২
মর্জিনা বেগম	তৃণমূল	৭৬০	রেহেনা বিবি	সিপিআইএম	১৯৭
ফজলুল হক মণ্ডল	তৃণমূল	৭৭৩	হজরত মণ্ডল	সিপিআইএম	২০৪
রাখি বিশ্বাস	তৃণমূল	৫২২	চঞ্চলা বিশ্বাস	বিজেপি	৫১
প্রশান্ত দাস	তৃণমূল	৬৬৭	রামকৃষ্ণ দাস	বিজেপি	১০১
রমা বিশ্বাস	তৃণমূল	১৮৩	মৌসুমী বিশ্বাস	বিজেপি	১৩০
দিব্যেন্দু বিশ্বাস	তৃণমূল	৮০৯	মামনি মণ্ডল	বিজেপি	১০৭
পিঙ্কি সরকার	তৃণমূল	৫৪৮	তনুশ্রী বিশ্বাস	বিজেপি	১৫৬
তৃপ্তি মণ্ডল মিত্র	তৃণমূল	৪৮৬	সবিতা মণ্ডল	বিজেপি	২১৫
শিশির মজুমদার	তৃণমূল	৪৭০	সুব্রত মজুমদার	বিজেপি	২৯৭
সাথী বিশ্বাস	তৃণমূল	৪৫৩	ঝুমা বিশ্বাস	বিজেপি	৪০৪
সন্তু বিশ্বাস	তৃণমূল	২৬৪	যুগল মজুমদার	বিজেপি	২১৭
সুমিত ঘোষ	তৃণমূল	৩৬৪	বাবলু কর্মকার	বিজেপি	২০১
দেবব্রত মজুমদার	তৃণমূল	৪৪৯	রাকেশ কুণ্ডু	বিজেপি	৩২৪
মিলি মণ্ডল	তৃণমূল	৩৭৫	অম্বিকা বিশ্বাস দাস	সিপিআইএম	২১২
আশিষ মুণ্ডা	তৃণমূল	৪৩৪	সোমনাথ মুণ্ডা	বিজেপি	৩০৩

গোপালনগর-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

মোট আসন ২৮টি। তৃণমূল- ২৩টি। বিজেপি ৫টি

জয়ী প্রার্থীর নাম	দল	প্রাপ্ত ভোট	নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি	দল	প্রাপ্ত ভোট
লতিফা বিবি	তৃণমূল	৫০৬	নুরজাহান মণ্ডল	সিপিআইএম	৪১৪
জরিনা বিশ্বাস	তৃণমূল	৫১৪	অদিতি সরকার	সিপিআইএম	৩৮৯
জিয়ারুল মণ্ডল	তৃণমূল	৬০৭	অমিত দত্ত	বিজেপি	১৫২
হানিফা খাতুন	তৃণমূল	৩৬৬	শাহানারা খাতুন শেখ	সিপিআইএম	২৫৯
মুকুন্দ দেওয়ারী	তৃণমূল	৪১৯	বরুন বিশ্বাস	সিপিআইএম	২৮৮
অলোক ঘোষ	তৃণমূল	৩৭৪	সুকান্ত অধিকারী	বিজেপি	২১৩
তনুজা খাতুন বিবি	তৃণমূল	৬৫৬	জাহানারা খান	সিপিআইএম	৩০৫
ইব্রাহিম সরদার	তৃণমূল	৬৭৫	আকতার মণ্ডল	সিপিআইএম	২৯৪
গীতা দাস	তৃণমূল	৪৭২	সন্ধ্যা হালদার	বিজেপি	১৯৪
উৎপল সরকার	তৃণমূল	৩০৮	মুকেশ সরকার	বিজেপি	২৭৮
কাকলী পাল	বিজেপি	২৪৯	মৈত্রী দাস	তৃণমূল	২৩৬
মল্লিকা বিশ্বাস	তৃণমূল	৩২২	সুলতা বিশ্বাস	বিজেপি	২৭৫
নিধুবন বিশ্বাস	তৃণমূল	৪১৮	সুশান্ত বৈদ্য	বিজেপি	২১৭
সুজিৎ বিশ্বাস	তৃণমূল	৫৬১	অনুপ ঘোষ	বিজেপি	২৬০
মুক্তি হালদার	তৃণমূল	৪১৩	রাধারানী হালদার	সিপিআইএম	২০৪
পিয়ালী হালদার পাল	তৃণমূল	৩৪৬	রঞ্জিতা বিশ্বাস	বিজেপি	২৮৮
বিমান বিশ্বাস	তৃণমূল	৪৮২	বিষ্ণুপদ বিশ্বাস	বিজেপি	৩৩১
শাহাজান মণ্ডল	তৃণমূল	৪৫৫	মনোজ আদিত্য	বিজেপি	৩১৯
মিতা মল্লিক	তৃণমূল	৪৮৪	মঞ্জু বিশ্বাস	বিজেপি	৩১৯
মহাদেব ভট্টাচার্য	তৃণমূল	৩১৬	জয় হালদার	বিজেপি	১৭২
ইলা বিশ্বাস	তৃণমূল	৪০৯	রীতা সমাদ্দার	বিজেপি	১৮২
পুষ্প বালা	তৃণমূল	২৯৭	অঙ্কিতা বিশ্বাস	বিজেপি	২১৮
আশুতোষ বিশ্বাস	বিজেপি	৩৮৬	শেখর বিশ্বাস	তৃণমূল	৩১৩
অতিমা মুণ্ডা মুণ্ডারী	তৃণমূল	৫০১	মিতা মুণ্ডা	বিজেপি	৩৯১
সুজন মজুমদার	তৃণমূল	৪৪০	অভিজিৎ মজুমদার	বিজেপি	১৯৭
মল্লিকা বিশ্বাস বালা	বিজেপি	৪৪২	সাধনা বিশ্বাস	তৃণমূল	৩১০
মনিকা বিশ্বাস	বিজেপি	৪৪৬	সমরজিৎ বৈদ্য	তৃণমূল	৪০৬
দিলীপ মুণ্ডা	বিজেপি	৪৪৫	প্রশান্ত মুণ্ডা	তৃণমূল	৪০৭

COMPUTER & PRINTER REPAIRING

যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয়। কার্টিজ রিফিল করা হয়।

UNICORN

Mob. : 9734300733

অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

বর্ষ ০৭ ❐ সংখ্যা ১৮ ❐ ২০ জুলাই, ২০২৩ ❐ বৃহস্পতিবার

শুরুতেই কী বিরোধী জোটে ধাক্কা পড়বে!

বিরোধী জোটের নাম ঘোষণা হয়েছিল মঙ্গলবার। এবার তার ট্যাগলাইনও ঘোষণা করা হল। জানা গিয়েছে, বিরোধী ঐক্যের ট্যাগলাইন 'জিতেগা ভারত' স্থির করা হয়েছে। কিন্তু এসবের মধ্যেই সামনে আসছে জোটের নাম নিয়ে বিরোধীদের মধ্যে মতবিরোধের খবর।

বিরোধী জোট তৈরির ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তাল কাটল। মঙ্গলবারই সাংবাদিক বৈঠক করে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়েছে জোট রাজনীতিতে নতুন নাম 'ইন্ডিয়া'-র। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে, তারপর ২৬ টি দলের সর্বসম্মতিতেই জোটের নাম ঠিক করা হয়। কিন্তু, এখন শোনা যাচ্ছে 'ইন্ডিয়া' নামে সবার নাকি সম্মতি ছিল না।

উল্লেখ্য, বিজেপির বিরুদ্ধে বিরোধী জোট নিয়ে বারবার উদ্যোগী হতে দেখা গিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সলতে পাকানোর কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন অনেক আগেই। একাধিক বিরোধী বৈঠক হয়েছে। কিন্তু, তার একটাও ফলপ্রসূ হয়নি। তবে, অবশেষে তৈরি হল বিরোধী জোট। সেখানে ছাপও ফেললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নামকরণেই নামাঙ্কিত হল নয়া জোট।

সূত্রের খবর, এই নয়া জোটের বিরোধিতা করেছিলেন স্বয়ং নীতীশ কুমার। সূত্রের খবর, কংগ্রেসের ভূমিকা নিয়েও নাকি কিছুটা অসন্তুষ্ট আরজেডি নেতা। কেন নাম নিয়ে আপত্তি ছিল নীতীশের? জানা গিয়েছে, তাঁর বক্তব্য ছিল, এনডিএ ও ইন্ডিয়া দুটি শব্দ প্রায় একই শোনাচ্ছে। পরে এক নেতা নীতীশ কুমারকে বোঝান যে মাঝে 'আই' অক্ষর রয়েছে। তারপরে অবশ্য তিনি রাজি হন।

এছাড়া আরও জানা গিয়েছে, নাম নিয়ে আগে থেকে নাকি কিছুই জানানো হয়নি নীতীশকে। বৈঠকে আচমকাই নামটি প্রকাশ করা হয়। এতেই চটে যান তিনি। আর এসবের মধ্যেই প্রশ্ন উঠছে, বিরোধী জোট তৈরি হলেও, এখনও কি তাতে আশঙ্কার কালো মেঘ রয়ে গিয়েছে? সময়ই তার উত্তর দেবে।

ঠাকুর জমিদারের হাতে অত্যাচারিত হয়েছেন কাঙাল হরিনাথ

নির্মল বিশ্বাস

আজকের যুগে বিস্মৃতপ্রায় একটি নাম, বাংলার উজ্জ্বল এই মণীষার নাম কাঙাল হরিনাথ। অথচ সেই প্রবল দুঃশাসন ব্রিটিশ যুগে জাগরণী সুর বাজিয়েছেন তিনি। তাঁর অমর সৃষ্টিকথা ও সুর মানুষকে মুগ্ধ করেছেন। তাছাড়া নানা কাজের মধ্যেসও থেমে থাকেনি তাঁর কলম। তিনি তাঁর কলমের গুণে সেবা করেছেন মানুষকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

কাঙাল হরিনাথ ছিলেন একাধারে সাংবাদিক, সাহিত্যিক, সম্পাদক, বাউল গান রচয়িতা, সুরকার ও শিল্পী। তাঁর প্রকৃত নাম হরিনাথ মজুমদার, কিন্তু কাঙাল হরিনাথ নামেই সমাধিক পরিচিত। এছাড়া কাঙাল ফিকির চাঁদ বা ফিকির চাঁদ বাউল নামেও তিনি পরিচিত ছিলেন। ১৮৩৩ সালে নদীয়া (বর্তমান কুষ্টিয়া) জেলার কুমারখালী গ্রামে তাঁর জন্ম। খুব ছোটবেলায় তাঁর পিতা-মাতা লোকান্ত রিত হন। তাঁর পিতার নাম ছিল হরচন্দ্র মজুমদার।

শৈশবে স্থানীয় ইংরেজি স্কুলে লেখাপড়া শুরু হলেও আর্থিক কারণে বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেননি। ১৮৫৫ সালে বন্ধুদের সহায়তায় তিনি নিজের গ্রামেই ভার্নাকুলার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্যে সেখানে অবৈতনিক শিক্ষক রূপে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। এর এক বছর পরে কৃষ্ণনাথ মজুমদার কুমারখালি গ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

গ্রামের সাধারণ মানুষকে জমিদারদের শোষণ-পীড়ণের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য হরিনাথ সারাজীবন আন্দোলন করে গেছেন। অত্যাচারিত এবং অসহায় কৃষক সম্প্রদায়কে রক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি সাংবাদিক পেশা গ্রহণ করেন। প্রথম দিকে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় তিনি নিয়মিত প্রবন্ধ ও নিবন্ধ লিখতেন, পরে ১৮৬০ সালে তিনি নিজেই 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি পরে পাক্ষিক ও শেষে এক পয়সা মূল্যের সাপ্তাহিকে পত্রিকায় পরিণত হয়।

এই পত্রিকায় সাহিত্য দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ক প্রকাশিত হলেও কৃষকদের প্রতি তৎকালীন নীলকর ও জমিদারদের নিপীড়ন, শোষণ ও অত্যাচারের কথা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করতেন। ফলে ব্রিটিশ সরকার এবং স্থানীয় জমিদারদের পক্ষ থেকে কাঙাল হরিনাথকে বারবার ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। তবুও তিনি নির্ভীকভাবে সে দায়িত্ব পালন করে গেছেন। এসব কারণেই পত্রিকাটি সেসময় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে।

হরিনাথের জীবন কখনও স্বচ্ছল ছিল না। তা সত্ত্বেও তিনি পত্রিকা প্রকাশ কখনও বন্ধ করেননি। পত্রিকা প্রকাশের সুবিধার্থে তিনি ১৮৭৩ সালে একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন। এর জন্য রাজশাহীর রাণী স্বর্ণকুমারী দেবীর অর্থানুকূল্যেই একটানা দীর্ঘ ১৮ বছর পত্রিকা প্রকাশ করতে পেরেছেন, আর্থিক কারণ ছাড়াও ব্রিটিশ সরকারের মুদ্রণ শাসন ব্যবস্থার কারণে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলেন হরিনাথ।

হরিনাথ ছিলেন লালন ফকির বা লালন শাহের ভাবশিষ্য। তিনি আধ্যাত্মবাদ প্রচারের জন্য ১৮৮০ সালে 'কাঙাল ফিকির চাঁদের দল' নামে একটি বাউল গানের দল গঠন করেন। বাউনগানের ক্ষেত্রে হরিনাথের অবদান বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। তিনি অসংখ্যা গানের রচয়িতা। সেগুলি খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তিনি সহজ ভাষায় ও সহজ সুরে গভীর ভাবোদ্দীপ্ত বাউলগান রচনা করেছেন। সেসব গান গেয়ে সদলে ঘুরে বেড়াতেন। গানে 'কাঙাল' নামে ভনিতা করতেন বলেই এক সময় কাঙ্গাল শব্দটি তাঁর নামের সঙ্গে জুড়ে যায়। 'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হলো পার করো আমারে' এটি কাঙালের একটি বিখ্যাত গান।

প্রয়াত সাংবাদিক পুলিনকৃষ্ণ

প্রথম পাতার পর

সম্পাদক উদয় শংকর দাসের আহ্বানে এদিনের অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন হাবড়ার পৌরপতি নারায়ণ চন্দ্র সাহা, গোবরডাঙ্গার পৌরপ্রধান শংকর দত্ত, অশোকনগরের উপ পৌর প্রধান ধীমান রায়, ছিলেন কাউন্সিলর কাঞ্চন ঘোষ, দেবু চ্যাটার্জী, পুষ্পিতা নন্দী, সীতাংশু দাস, সিএ বি'র প্রতিনিধি শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক, প্রদীপ মাইতি, বর্ষিয়ান ইঞ্জিনিয়ার দেবদাস চট্টোপাধ্যায়, সাংবাদিক মৃণালকান্তি সাহা, অশোকনগর প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রলয় কুমার দত্ত প্রমুখ।

বর্ষিয়ান শিক্ষক ও শিক্ষাব্রতী পবিত্র কুমার মুখোপাধ্যায়ের পৌরহিত্যে আয়োজিত সভার শুরুতে উদ্যোক্তা প্রয়াত পুলিনবাবুর সুযোগ্য পুত্র উদয়বাবু তাঁর স্বাগত ভাষনে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও

অভিনন্দন জানিয়ে তার প্রয়াত পিতার স্মরণে স্মৃতিরক্ষা কমিটি গঠনের কথা জানান। উপস্থিত তিন পুরসভার তিন পদাধিকারী পুলিনবাবুর স্মরণে প্রকাশিত 'পুলিন কৃষ্ণ দাস ও ধারাপাত' শীর্ষক স্মারকগ্রন্থের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন।

বিশিষ্টজনদের বক্তব্য শেষে আয়োজিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিশুশিল্পী শুভদীপ দাস ও রণিতা দাসের গাওয়া রবীন্দ্র সংগীত, বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী রমা সাহার কণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি, সংগম কালচারাল একাডেমির শিল্পীদের সংগীতানুষ্ঠান এবং বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব ও শিক্ষক ডঃ মনোজ ঘোষ পরিবেশিত একক নাটক সমবেত দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রশংসা লাভ করে।

করুণাময়ী মিশনের শিক্ষা মূলক ভ্রমণ

নীরেশ ভৌমিক ঃ গোবরডাঙ্গার অদূরে গয়েশপুর করুণাময়ী মিশনের সদস্যগন অন্যান্য বছরের মতো এবারও অরণ্য সপ্তাহ উপলক্ষে এলেকার বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন করেন। সেই সঙ্গে গত ১৫ জুলাই মিশনের প্রাণপুরুষ বিশিষ্ট সমাজকর্মী অনিমেষ বসাকের নেতৃত্বে সংস্থা পরিচালিত প্রান্তিক নাট্যতীর্থের সদস্য কচিকাঁচাদের নিয়ে এক শিক্ষামূলক ভ্রমণে বের হন। এদিন সকালে প্রতিষ্ঠানের ৩০জন শিশু- কিশোর গোবরডাঙ্গার প্রাচীন স্থাপত্য, মন্দির, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন নাট্যদলের মহড়াকক্ষ ইত্যাদি স্থান পরিদর্শন করে। এদিন শুরুতেই গোবরডাঙ্গার প্রাচীন সূর্যমন্দির ও সূর্য ঘড়ি, জমিদারবাড়ি, কালীমন্দির, নহবতখানা, সিংহদুয়ার, গোষ্ঠ বিহার মেলা প্রাঙ্গন, নাটকের শহর গোবরডাঙ্গার ঐতিহ্যবাহী নকসা ও রবীন্দ্রনাট্য সংস্থার মহলা কক্ষ পরিদর্শন করে। রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার মহড়া কক্ষে প্রান্তিক নাট্য তীর্থের সদস্যরা এদিন একটি নাটকও পরিবেশন করে এবং যমুনা নদীর তীরে আধুনিক শ্মশান উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দেয়।

নেচার স্টাডি বা প্রকৃতি চর্চা

অপরিশোধিত তেলই হল তরল সোনা

অজয় মজুমদার

খনিজ এবং অপরিশোধিত তেলই হল তরল সোনা। এই সোনা মূলত হাইড্রোকার্বন ও অন্যান্য কিছু জৈব যৌগের মিশ্রণ। এদের মধ্যে কার্বন ও হাইড্রোজেন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অপরিশোধিত তেলকে আংশিক পাতন পদ্ধতিতে পৃথক করা হয়।

মাটির তলা থেকে যে তরল জ্বালানি তোলা হয়, তাকে পেট্রোলিয়াম বলে। এই তরলের গুরুত্ব এতটাই যে, এই মজুতের ওপর সম্পূর্ণ দেশের দাদাগিরি নির্ভর করে। এই কারণেই পেট্রোলিয়ামকে তরল সোনা আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

তেল' প্রাচীন কাল থেকেই মানুষের দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। প্রথমে আদিম পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করা হয়েছিল। জলাধারের পৃষ্ঠ থেকে তেল সংগ্রহ করা, কূপ ব্যবহার করে তেল দিয়ে ভেজানো বেলে পাথর বা চুনাপাথর প্রক্রিয়াকরণ করা। প্রথম পদ্ধতি সিরিয়ায় ব্যবহৃত হয়েছিল।

দ্বিতীয়টি ১৫ শতকে ইতালিতে। উন্নয়নের শুরু তেল কারখানা। এটি সাধারণত গৃহীত হয় যে— তেল কূপের যান্ত্রিক খনন ১৮৫৯ সালে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আর্বিভূত হয়েছিল। বর্তমান বিশ্বের প্রায় সমস্ত তেল বোরহলের মাধ্যমে উত্তোলন করা হয়। যেখানে ভূতাত্ত্বিকেরা এর ক্ষেত্র আবিষ্কার করেছেন, সেই সব জায়গায়ই তেল পাওয়া যাচ্ছে। তার অবস্থান হতে পারে জলে কিংবা স্থলে।

সবচেয়ে তেলের বড় মজুদ হলো আরব দেশগুলো। ইরাক, ইরান, সৌদি আরব তাদের অর্থনীতি প্রায় সম্পূর্ণভাবে তৈরি হয়েছে বিদেশের কাছে তেল বিক্রি করে।

তেল গ্যাস উৎপাদনের প্রধান কাজ ড্রিলিং করা। সম্প্রতি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অশোকনগরে তরল সোনার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। বনগাঁ মহকুমা জুড়ে সার্ভে চলছে। অনেকের মনে আনন্দ, কোটি কোটি টাকার হাতছানি। অনেকের মনে আবার আতঙ্ক, ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে না তো, টাকা পেলেও টাকা দিয়ে কি হবে? গোছানো সাজানো সংসার, কোথায় যেতে হবে কে জানে! চাকরিপ্রার্থীদের সুযোগ আসবে। জনমানুসে মিশ্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে।

পেট্রোলিয়াম কথাটি এসেছে ল্যাতিন ভাষা থেকে। পেট্রো মানে পাথর ,আর অলিয়ম বলতে বোঝায় তেল। অর্থাৎ পাথরের বুকে সঞ্চিত তেল। প্রাচীন ও নবীন প্রস্তর যুগে ঘর বানানোর কাজে বিটুমেন (পেট্রোলিয়ামের প্রাচীন নাম) মানুষ ব্যবহার করত। মিশরীয়দের মমি সংরক্ষণ করার কাজে প্রয়োজন হতো খনিজ তেল। শোনা যায়, চীন ও জাপান দেশের মানুষ পেট্রোলিয়াম ব্যবহার করতে শিখেছিল তৃতীয় শতকে। ১৮১৫ সালে চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগের রাজপথ আলোকিত হতো পেট্রোলিয়ামের শক্তিতে।

সারা পৃথিবীতে ব্যবসায়ী ভিত্তিতে খনিজ তেলের ব্যবহার প্রথম শুরু হয় ১৮৫৯ সালে। যখন এডউইন ড্রেক আমেরিকার পেন্সিলভেনিয়ার প্রথম সফল খনিজ তেলের কূপ খনন করেন। খনিজ তেলের হাইড্রোকার্বনের ভেতরে রয়েছে মূলত প্যারাফিন, ন্যাপথিন এবং বেনজিন। যদিও এদের আনুপাতিক ভাগ তেলে সমান নয়। খনিজ তেলের সঙ্গে আর যা অল্প-স্বল্প মিশে থাকে তাহলে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, গন্ধক ও সামান্য ভ্যানাডিয়ান ও নিকেল।

প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায় পেট্রোলিয়ামের সঙ্গেই। তার মূল উপাদান মিথেন গ্যাস (৮০%), ও আনুষঙ্গিক কিছু পরিমাণ ইথেন, প্রোপেন, ও বিউটেনের মত হাইড্রোকার্বন গ্যাস। খুব সামান্য নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, সালফাইড, কার্বন-ডাই অক্সাইড, কিছু বিরল গ্যাসও প্রাকৃতিক গ্যাসের সঙ্গে মিশে থাকে।

মানব সভ্যতার বিকাশ এবং অগ্রগতির জন্য পেট্রোলিয়াম আজ এতই অপরিহার্য যে, এই সভ্যতাকে পেট্রোলিয়াম সভ্যতা বললেও কেউ আপত্তি করবে না। কালের বিবর্তনে প্রাকৃতিক শক্তিগুলির সংঘর্ষে ভূত্বকের স্তরে ভাঁজ পড়ল। নীল সমুদ্র

ফুঁড়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালো দীর্ঘ ভঙ্গিল পর্বতমালা। আবার স্থলভাগের কোথাও বা শিলা চ্যুতির ফলে সৃষ্টি হল নতুন সমুদ্রের। এমনিভাবে প্রাকৃতিক ভাঙ্গা গড়ার পালায় ভেতর দিকে মহাদেশ ও সমুদ্রের সীমানা বদল হলো যুগে যুগে। খনিজ তেল বিশেষজ্ঞরা তেলের স্বভাব বিচার করে দেখেছেন ,খনিজ তেল থাকে পাথরের ভেতরে। তার অসংখ্য সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্যে। যেমন ভাবে স্পঞ্জ এর মধ্যে থাকে জল। এভাবে পাথরের ছিদ্রের ভেতরে কোন তরল পদার্থকে বাসা বাঁধতে দেয়, তাদের বলা হয় প্রবেশ্য শিলা। যেমন বালি-পাথর চুনা- পাথর ইত্যাদি। সবশেষে বলা যায়, এই তরল সোনা মজুদ কমে আসছে। আগামী ৫০-৬০ বছরের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যাবে। তখন সভ্যতা কি ধ্বংস হবে, না নাকি অন্য শক্তির আবিষ্কার দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে সেটাই দেখার বিষয়।

গোবরডাঙায় নকসার ৫দিনের কর্মশালা

নীরেশ ভৌমিক ঃ পাঁচ দিনের এক নাট্য কর্মশালার আয়োজন করে নাটকের শহর গোবরডাঙার অন্যতম নাট্যদল নকসা।

গত ১২ জুলাই নকসা পরিচালিত গোবরডাঙা সংস্কৃতি কেন্দ্রের বিচিত্রায় আয়োজিত কর্মশালার সূচনায় উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ নাট্য পরিচালক ও নকসার কর্ণধার আশিস দাস ও স্বনামধন্য নাট্যাভিনেত্রী দীপান্বিতা বনিক দাস, প্রশিক্ষক ছিলেন বিশিষ্ট অভিনেত্রী ও নাট্যনির্দেশক ভূমিসুতা দাস।

নকসার প্রাণপুরুষ আশিস বাবু জানান, সম্প্রতি ভূমিসুতা জাপান দেশে গিয়ে সুজুকি মেথড অফ অ্যাক্টিংএর উপর প্রশিক্ষন নিয়ে এসেছে। এই মেথড নিয়ে আগ্রহী নাট্য প্রেমীগণ নকসা আয়োজিত ৫ দিনের এই কর্মশালায় অংশ গ্রহন করেন।

দীপান্বিতা দেবী জানান, কর্মশালায় ২০ জন নাট্যমোদী তরুন-তরুনী প্রশিক্ষন গ্রহন করেন। জাপানের এই পদ্ধতিটি নাট্যনির্দেশক ভূমিসুতার কাছ থেকে শিখতে পেরে অতিশয় খুশি কর্মশালায় অংশগ্রহন কারী সকল প্রশিক্ষনার্থীগণ।

নকসার কর্ণধার আশিস বাবু জানান, আগামী ২৬-৩০ জুলাই সংস্কৃতি কেন্দ্রে ডিভাইজড থিয়েটারের উপর ফের ৫ দিনের একটি নাট্যকর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে।

বনগাঁ পঞ্চায়েত সমিতি

আকাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েত *তথ্য সূত্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশন

মোট আসন ৩০টি। তৃণমূল- ১৭টি। বিজেপি ১১টি। সিপিআইএম ১টি। নির্দল ১টি

জয়ী প্রার্থীর নাম	দল	প্রাপ্ত ভোট	নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি	দল	প্রাপ্ত ভোট
সাধনা মণ্ডল	তৃণমূল	৩০৫	কল্যানী বক্সী	বিজেপি	২৩৬
পরেশ চন্দ্র মিত্র	তৃণমূল	৩৯২	স্বপ্না মণ্ডল	নির্দল	২৯৩
ঝুমা দাস	বিজেপি	৪৩০	মিতা ঢালী	তৃণমূল	৩৯৭
লিপিকা মহাজন সরকার	বিজেপি	৪৬৪	নারায়ন অধিকারী	তৃণমূল	৩৩৫
অঞ্জু সরকার	বিজেপি	৩৮৮	অনিতা ঘোষ	তৃণমূল	২৭০
পুতুল মুন্ডা	বিজেপি	৩২৪	পুরবী রায়	তৃণমূল	২৭৫
স্মৃতিকণা মালাকার	বিজেপি	৪৪৬	লতা বিশ্বাস রায়	তৃণমূল	৪২৭
সাবানা মণ্ডল	তৃণমূল	৩৫৭	হালিমা মণ্ডল	সিপিআইএম	২৫৪
যোগেশ চন্দ্র সরকার	তৃণমূল	২৮০	শ্রীবাস তালুকদার	সিপিআইএম	২৩৪
দীপিকা ভক্ত	তৃণমূল	৫১৪	সবিতা বিশ্বাস	বিজেপি	২৭০
উৎপল চক্রবর্তী	তৃণমূল	৪৫৮	রাম মজুমদার	বিজেপি	৩০৬
সেলিমা বিবি	নির্দল	৩৫৪	বিউটি মণ্ডল	তৃণমূল	৩৩১
হাসানুর মণ্ডল	সিপিআইএম	২৫৩	আইহান আলি মণ্ডল	তৃণমূল	২১১
সুদীপ বিশ্বাস	বিজেপি	৩৮৭	অসীম বিশ্বাস	তৃণমূল	২১৯
লিপিকা মণ্ডল রায়	বিজেপি	৩৫৯	চামেলী বিশ্বাস	তৃণমূল	২০৮
সুদীপ মুন্ডা	বিজেপি	৩৫৮	যমুনা মুন্ডা	তৃণমূল	২০৭
সঞ্চিতা মজুমদার	বিজেপি	৩২৮	দেবিকা বিশ্বাস	তৃণমূল	১৮৫
বাবলু মালো	বিজেপি	৩০৭	স্বপন মালো	তৃণমূল	১৭৯
রুবিয়া বিবি	তৃণমূল	৪৭৫	ফরিদা বিবি	নির্দল	৪৫৭
রামপ্রসাদ ঘোষ	তৃণমূল	৩১৬	আনন্দ সরকার	বিজেপি	২৫৯
শীলা বিশ্বাস	তৃণমূল	৪১৫	শিল্পী বিশ্বাস	বিজেপি	২৫৬
মৌমিতা বিশ্বাস	তৃণমূল	৩৫৪	বিপাশা দেওয়ান	বিজেপি	৩৫১
মনোজ কুমার দেওয়ান	তৃণমূল	৫৭৩	মৈনাক পাত্র	বিজেপি	৪২১
সমীর চন্দ্র সরকার	তৃণমূল	৪৭৭	মন্দিরা সাহা	বিজেপি	৩৯৬
অরূপ দাস	তৃণমূল	৩১৯	রতন দাস	বিজেপি	২৯০
পূরবী সরকার	তৃণমূল	২৫২	অঞ্জলী দাস ঘোষ	বিজেপি	২২০
অজয় দাস	তৃণমূল	৭২২	প্রাণধর দাস	বিজেপি	২৪৭
লক্ষী দাস	তৃণমূল	৫১৩	ঝুমা বিশ্বাস	বিজেপি	৩৮২
তনয় দাস	তৃণমূল	৫১৯	যুগল দাস	বিজেপি	২৭৫
সুজন দাস	বিজেপি	৪৪২	জয়ন্ত ভৌমিক	তৃণমূল	৩০১

ছয়ঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত

মোট আসন ২৩টি। তৃণমূল- ১৮টি। বিজেপি ৪টি। কংগ্রেস ১টি

জয়ী প্রার্থীর নাম	দল	প্রাপ্ত ভোট	নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি	দল	প্রাপ্ত ভোট
শিবানী মণ্ডল দেওয়ান	বিজেপি	৪৪২	সন্ধ্যা মণ্ডল	তৃণমূল	২২৬
প্রতিমা গাইন	তৃণমূল	৪৩৯	নিপা বিশ্বাস	বিজেপি	১৭২
খালেক বিশ্বাস	তৃণমূল	৫৪৭	গৌতম বনিক	বিজেপি	২৭৭
নাজিরা সর্দার মণ্ডল	তৃণমূল	৫৪৫	আয়েশা মালি মণ্ডল	সিপিআইএম	৩৪৪
শোভন তরফদার	বিজেপি	৩৯৯	সন্তোষ দাস	তৃণমূল	২৬৩
পরিতোষ বিশ্বাস	তৃণমূল	৪৩৭	দিলীপ মজুমদার	সিপিআইএম	১৩২
সবিতা সরকার মণ্ডল	তৃণমূল	৩৯০	ময়না বিশ্বাস	বিজেপি	১৯২
কাঞ্চন দাস বারুই	তৃণমূল	২৩৮	জ্যোৎস্না মণ্ডল	বিজেপি	১৭৭
জয়ন্ত কুমার বিশ্বাস	তৃণমূল	২৭২	মিহির মণ্ডল	বিজেপি	২০২
মিতালী মণ্ডল দাস	তৃণমূল	৬০১	শ্যামলী মণ্ডল	সিপিআইএম	২৬১
গোপাল ভাস্কর	তৃণমূল	৩৮০	শুভদীপ বিশ্বাস	বিজেপি	২৯১
রিঙ্কু বিশ্বাস	তৃণমূল	২৬৮	শম্ভু বিশ্বাস	বিজেপি	১৯৯
উমা ঘোষ	তৃণমূল	৪৫৪	জ্যোৎস্না বিশ্বাস	বিজেপি	৯৯
সমীর বিশ্বাস	তৃণমূল	৩৭১	বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য	সিপিআইএম	২২১
পূজা দেবনাথ	বিজেপি	৪২১	সোমা দেবনাথ	তৃণমূল	৩৪৮
কবিতা হালদার	তৃণমূল	২৬৮	কনিকা হীরা	নির্দল	২৫৭
বেণীমাধব সরকার	তৃণমূল	৪১৮	ভজনলাল হালদার	সিপিআইএম	২১১
দীপক ঘোষ	তৃণমূল	৩৭১	গোবিন্দ ঘোষ	সিপিআইএম	২০৪
কৃষ্ণা বিশ্বাস	তৃণমূল	৩৮০	প্রতিমা মণ্ডল	বিজেপি	২৭৯
চৈতালী দেবনাথ মণ্ডল	কংগ্রেস	১৯৯	মৌমিতা মল্লিক মণ্ডল	বিজেপি	১৭৩
বিশ্বরঞ্জন বিশ্বাস	বিজেপি	৪১০	সমীর সাহা	তৃণমূল	৩৮৯
সমীর বিশ্বাস	তৃণমূল	৪৪৫	রিঙ্কু মণ্ডল	বিজেপি	৩৯২
বিশ্বজিৎ সরকার	তৃণমূল	২৩৬	তুহিন সরকার	সিপিআইএম	২১৫

বাকী পরের সপ্তাহে

নাট্যায়নের নাট্যোৎসবে সন্মানিত প্রেরণা

প্রতিনিধি ঃ ১৬ জুলাই রবিবার সন্ধ্যায় ইছাপুর হাইস্কুলের সাংস্কৃতিক মঞ্চে "দীপা ব্রহ্ম স্মৃতি মঞ্চে" গোবরডাঙ্গা নাট্যায়নের নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাট্যকার, পরিচালক ও পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমীর সদস্য আশীষ চ্যাটার্জী, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইছাপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক অশোক পাল, শ্রীপুর রূপায়ণের নাট্যকার পরিচালক পতিত পাবন ঘোষ। এদিন ২০২৩ সালে রাজ্যে উচ্চমাধ্যমিকে চতুর্থ স্থান অধিকারিনী প্রেরণা পালকে গোবরডাঙ্গা নাট্যায়ন নাট্য সম্মাননা দেওয়া হলো।

সদ্য প্রয়াত সংগীতশিল্পী ও অভিনেত্রী দীপা ব্রহ্মের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এক মিনিট নীরবতা পালন করে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে গোবরডাঙ্গা নাট্যায়ন নাট্য উৎসবের শুভ সূচনা করা হয়। শ্রীপুর রূপায়ণের শিশু শিল্পীদের নৃত্য, অনুষ্কা দাঁ এবং নিকিতা সরকারের সুন্দর নৃত্য পরিবেশিত হয়।

এরপর শুরু হয় নাট্যায়ন নাট্য উৎসবের প্রথম নাটক গোবরডাঙ্গা নাট্যায়নের নতুন নাটক, নিরূপ মিত্রের রাস্তা, নির্দেশনায় অরূপ দাঁ, সামগ্রিক ভাবনা ও পরিকল্পনা নারায়ণ বিশ্বাস, আলো প্রতাপ সেন, মঞ্চ প্রদীপ গুহ, আবহ নেপাল ঋষি দাস, অভিনয়ে- রথীন মুখার্জি, প্রদীপ গুহ, তন্ময় গাঙ্গুলী, সুশংকর মজুমদার, নারায়ণ বিশ্বাস, সোনালী দাস এবং নমিতা বিশ্বাস। দ্বিতীয় নাটক বাগনা আলো নাট্য সংস্থা, নাটক- বসু সেন, নির্দেশনায় জয়ন্ত চক্রবর্তী। এই অনুষ্ঠানটি পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমীর আর্থিক সহায়তায় হয়। নাটকের সমাপ্তিতে গোবরডাঙ্গা নাট্যায়নের সম্পাদক নারায়ণ বিশ্বাস সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানান।

পড়ুন পড়ান

সার্বভৌম সমাচার

https://www.sarbabhaumasamachar.in/

বিজ্ঞাপনের জন্য এখনই যোগাযোগ করুন

ঘোষণাপত্র

আমি উজ্জল কর্ণকার, পিতা- মৃত স্বপন কর্মকার, মাতা- কনিকা কর্মকার, স্থায়ী ঠিকানা- গ্রাম ও পোঃ- হাবিবপুর, থানা- রানাঘাট, জেলা- নদীয়া এবং বর্তমান ঠিকানা- পাটকেলগাছা, পোঃ- মশ্যমপুর, থানা- বাগদা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণার বাসিন্দা। আমি একজন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি হইতেছি এবং পবিত্র ভারতীয় সংবিধানের একজন বাধ্য নাগরিক। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাসে যে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার আছে। কোরান এবং হাদিশ এর পবিত্রতার সাথে পরিচিত হওয়ার কারণে আমি নিজেকে মুসলিম ধর্মের সারমর্ম, মুসলিম আচার-অনুষ্ঠান সর্ব্বপরি সর্বশক্তিমান আল্লাহ এবং তাঁর শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত করেছি। আমি যে একটি হিন্দু ধর্মীয় পরিবার থেকে এসেছি তার অনুপ্রেরণায়, আমি আমার ধর্মীয় বিশ্বাসকে হিন্দু ধর্ম থেকে মুসলিম ধর্মে রূপান্তর করতে চাই। ইংরাজী ১৯/০৭/২০২৩ তারিখে বনগ্রাম নোটারী অফিসার স্বপ্না মিত্র ঘোষ মহাশয়ের নোটারিয়াল অ্যাটাস্টেড বলে আমি উজ্জল কর্ণকার থেকে মেসকাত কর্মকার নামে পরিচিত হলাম।

বাগদা পঞ্চায়েত সমিতি

বাগদা গ্রাম পঞ্চায়েত *তথ্য সূত্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশন

মোট আসন ২৭টি। তৃণমূল- ২১টি। বিজেপি ৫টি। নির্দল ১টি

জয়ী প্রার্থীর নাম	দল	প্রাপ্ত ভোট	নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি	দল	প্রাপ্ত ভোট
শঙ্করী সাঁতরা	বিজেপি	৩৪৫	মীরা বারুই	তৃণমূল	২৯৯
সম্পা মণ্ডল	তৃণমূল	২১৩	শুক্লা বিশ্বাস	বিজেপি	২০৪
গনেশ দাস	তৃণমূল	৪০১	শম্পা মণ্ডল	কংগ্রেস	১৯৭
মহঃ তুহিন মণ্ডল	তৃণমূল	৩৫৮	ইমারুল বিশ্বাস	নির্দল	৭১
অর্চনা পাদুরী	তৃণমূল	৫২০	সন্ধ্যা মাঝি	সিপিআইএম	২১১
অমল দাস	তৃণমূল	৪২২	অর্পণা অধিকারী	বিজেপি	৪০২
টিঙ্কু পাল	তৃণমূল	৩০০	রীনা বিশ্বাস	বিজেপি	২৩৬
মনিতারা সিকদার	তৃণমূল	৩৭৪	সন্ধ্যা বাইন সরদার	বিজেপি	২৮৯
সুনীল কুমার পাল	তৃণমূল	৩২৮	অরবিন্দ পাল	বিজেপি	১৬২
ভোলানাথ সাহা	তৃণমূল	৩৮৬	বিপ্লব বিশ্বাস	বিজেপি	৩২৬
স্মৃতিকণা রায়	তৃণমূল	৪৫১	রীতা হালদার	বিজেপি	৩০৫
আনারুল দফাদার	নির্দল	২৫৫	জাকির হোসেন মণ্ডল	তৃণমূল	১৪০
শিখা দাস	তৃণমূল	৩৬২	রীনা অধিকারী	বিজেপি	৩১৩
মিনতি অধিকারী	বিজেপি	৪৫৪	স্বপ্না পাল	তৃণমূল	২৯১
আশিষ দাস	তৃণমূল	৫১১	মহাদেব চন্দ্র খাঁ	সিপিআইএম	২৩২
কবিতা বাইন	বিজেপি	৫০০	সুমিত্রা মণ্ডল	তৃণমূল	৪০৩
সঞ্জিত সরদার	তৃণমূল	৪৮৯	কৃষ্ণ হালদার	বিজেপি	৩৫৮
পুষ্প মণ্ডল অধিকারী	বিজেপি	৩৫১	প্রতিমা বিশ্বাস	তৃণমূল	২০৯
রাম সেন	বিজেপি	২৮৩	হরষিত রায়	তৃণমূল	২৮০
রমা মণ্ডল	তৃণমূল	২৮৮	ময়না বিশ্বাস	বিজেপি	১৫৬
পঞ্চানন কবিরাজ	তৃণমূল	৪২০	জগবন্ধু বিশ্বাস	বিজেপি	২৪৯
সজল রায়	তৃণমূল	২৪৪	প্রশান্ত ডাকুয়া	বিজেপি	১৫২
শ্যামল চন্দ্র মজুমদার	তৃণমূল	৪৭৭	দীপেন হালদার	বিজেপি	৪১০
বুলটি মণ্ডল মজুমদার	তৃণমূল	৩৭৬	সুশ্রী মণ্ডল	বিজেপি	৩৫৬
দুলাল পাল	তৃণমূল	৩২৪	অশোক সরকার	বিজেপি	২৪০
রুম্পা দাস	তৃণমূল	৪২১	চায়না দাস	বিজেপি	৩২৩
অভিজিৎ মল্লিক	তৃণমূল	৩০৬	অনিল কুমার দাস	নির্দল	১৯০

বয়রা গ্রাম পঞ্চায়েত

মোট আসন ২৮টি। তৃণমূল- ১৬টি। বিজেপি ৮টি। সিপিআইএম ২টি। নির্দল ১টি। কংগ্রেস ১টি

জয়ী প্রার্থীর নাম	দল	প্রাপ্ত ভোট	নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি	দল	প্রাপ্ত ভোট
অনিমা বিশ্বাস	তৃণমূল	২২৫	বীনা বিশ্বাস	বিজেপি	১৮৩
অসিত মণ্ডল	তৃণমূল	২৪২	পম্পা বিশ্বাস	বিজেপি	১৬২
গঙ্গা দাস	তৃণমূল	৪২০	সুন্দরী দাস	বিজেপি	৩১৫
মুনমুন সিংহ রায়	তৃণমূল	৪৩৯	বাসন্তি দাস	বিজেপি	২৬৫
মাকালী মণ্ডল	সিপিআইএম	২৩০	লতিফ মণ্ডল	তৃণমূল	৮৭
তাসলিমা বিশ্বাস	সিপিআইএম	২২৩	পারভিনা কারিগর	তৃণমূল	১৫২
রাহেন মণ্ডল	তৃণমূল	৩৬২	তাপসী সাহা	সিপিআইএম	২৫৮
মৌসুমি মণ্ডল	বিজেপি	২৪৫	লক্ষ্মী ঘোষ	তৃণমূল	২১৮
সুকুমার কর	বিজেপি	২৮৪	দীপক কুমার বিশ্বাস	তৃণমূল	১৮৩
সাধনা বিশ্বাস	বিজেপি	৩৯০	গোবিন্দ মণ্ডল	তৃণমূল	৩০৮
মায়া মণ্ডল	তৃণমূল	৪৩৮	প্রতিমারানী বৈরাগী	বিজেপি	২৫৮
টিয়া সরকার মণ্ডল	কংগ্রেস	৪৬২	মাধবী সরকার মণ্ডল	তৃণমূল	৩৮০
রুপালী বিশ্বাস	নির্দল	২৯০	খালেদা শেখ	তৃণমূল	২২২
কাকলী মণ্ডল	তৃণমূল	৪৭১	মিতা মণ্ডল	বিজেপি	৩৩০
গণেশ বর্মন	বিজেপি	৩২৫	অমিত মণ্ডল	তৃণমূল	৩১৯
নমিতা বৈরাগী	বিজেপি	৪৮০	রীতা বিশ্বাস মণ্ডল	তৃণমূল	৪৭৭
চাঁদ মিয়ান বিশ্বাস	তৃণমূল	৩৮৫	রফিকুল বিশ্বাস	সিপিআইএম	৩৫৬
শ্যামল মণ্ডল	তৃণমূল	৩০৪	সবিতা বিশ্বাস	সিপিআইএম	১৩৭
সবিতা মণ্ডল	বিজেপি	৫২৯	শীলা মণ্ডল	তৃণমূল	৪০৭
সুষমা মণ্ডল	তৃণমূল	২৭৩	পূর্ণিমা মণ্ডল	সিপিআইএম	২৩৮
বিষ্ণুপদ মণ্ডল	তৃণমূল	৩৮৩	রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল	সিপিআইএম	১১৬
জ্যোৎস্না ঘোষ	তৃণমূল	২৯৬	নির্মল তরফদার	বিজেপি	২৩৭
পদ্মরানী মণ্ডল	তৃণমূল	৫৪৪	ইতি মণ্ডল	সিপিআইএম	৩৪৩
সোনাতন দাস	বিজেপি	৪৭১	আবেদুল সরদার	তৃণমূল	৩২৯
সারথী দাস	তৃণমূল	৪০১	প্রতিমা দাস	সিপিআইএম	২০৫
সোভা মণ্ডল	তৃণমূল	৩৫৫	যমুনা রায়	নির্দল	২৬৩
শ্রীনাথ সাহা	বিজেপি	৩২৯	প্রসেনজিৎ সাহা	তৃণমূল	২৭৬
সুকুমার মণ্ডল	তৃণমূল	৩৭১	সুজিৎ মণ্ডল	বিজেপি	৩৩৮

হেলেঞ্চা গ্রাম পঞ্চায়েত

মোট আসন ২২টি। তৃণমূল- ৬টি। বিজেপি ১৫টি। নির্দল ১টি।

জয়ী প্রার্থীর নাম	দল	প্রাপ্ত ভোট	নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি	দল	প্রাপ্ত ভোট
অনন্যা হালদার দাস	নির্দল	৩৭৬	চম্পা বাড়ৈ দাস	বিজেপি	২৫৪
পুতুল হালদার	তৃণমূল	৩৭৯	শিবানী বিশ্বাস	বিজেপি	১৯৭
বাপী বিশ্বাস	বিজেপি	৩৪৫	সুপর্ণা রায়	তৃণমূল	৩৩৮
তাপসী তরফদার	বিজেপি	১৫১	ডলি বিশ্বাস	তৃণমূল	১৪০
বিভূতি মণ্ডল	বিজেপি	২১৩	পলাশ বল্লভ	তৃণমূল	১০২
বলাই বিশ্বাস	তৃণমূল	২৯২	তরুণ রায়	বিজেপি	১৯৩
দিপালী রায়	বিজেপি	৪২২	অনুভা ঘোষ	তৃণমূল	৩৬৪
সমাপ্তি হাওলাদার	বিজেপি	৩৪২	গৌরী বড়াল মণ্ডল	নির্দল	২৫৮
প্রণয় বিশ্বাস	বিজেপি	৩০৩	চায়না বিশ্বাস	তৃণমূল	১৯৫
রূপা হালদার	বিজেপি	২৮৫	স্বপ্না হালদার	তৃণমূল	২৩৩
রবীন্দ্র বৈদ্য	তৃণমূল	৩৭২	শম্ভু বিশ্বাস	বিজেপি	৩৬১
প্রশান্ত রায়	তৃণমূল	৩৭৮	বিনয় রায়	বিজেপি	২০০
অঞ্জু বিশ্বাস পোদ্দার	বিজেপি	১৭৩	বর্ণা সরদার	সিপিআইএম	১৩২
নবনিতা ঢালী	বিজেপি	৪০২	সুনন্দা বৈরাগী	তৃণমূল	৩২৭
দুলাল হাওলাদার	বিজেপি	৫০৫	সুব্রত মিস্ত্রী	তৃণমূল	৩৯৫
ইলা বিশ্বাস	তৃণমূল	২৯৮	সর্বানী সমাদ্দার	বিজেপি	২৪২
রঞ্জিতা বিশ্বাস	তৃণমূল	৫৩৪	মৃন্ময় বিশ্বাস	বিজেপি	২৭৮
সুব্রত অধিকারী	বিজেপি	৩৭৩	আমিনুর দফাদার	সিপিআইএম	৩৫৮
মিঠু বিশ্বাস	বিজেপি	৩৪৫	চন্দনা দাস	সিপিআইএম	৩৪৩
সমীর বিশ্বাস	বিজেপি	৪৯৫	সুদীপ দাস	তৃণমূল	৪৩৪
স্বপন হাওলাদার	বিজেপি	১১৫৩	বিষ্ণু বিশ্বাস	তৃণমূল	৬১৯
শিশির কুমার ঘোষ	বিজেপি	১২৫২	অবিনাশ রায়	তৃণমূল	৪৯৪

সহপাঠী'র বনমহোৎসব উৎযাপন

প্রতিনিধি ঃ বনগাঁর নীলদর্পণের সামনে অনুষ্ঠিত হল সহপাঠী'র বনমহোৎসব। ঐদিন ৫০০ টি চারা গাছ বিতরন করেন সংগঠনের সদস্যরা।

তাদের দাবি, আমরা এই চারা গাছ বিতরনের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিলাম সবুজায়নের বার্তা। এদিন সংগঠনের সদস্যরা দু'জন আর্তের হাতে তুলে দেন হুইলচেয়ার ও ট্রাইসাইকেল।

সহপাঠী'র সদস্যরা বলেন, এই কর্মসূচিতে আমাদের পাশে ছিলেন বনগাঁ হাই স্কুলের প্রাক্তণ শিক্ষক, বনগাঁর বিশিষ্ট মানুষজন এবং বিভিন্ন সমাজসেবী সংগঠন।

সম্পর্ক গড়ে

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

HALL MARK

হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

১। আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার।
২। আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে।
৩। আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়।
৪। পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে।
৫। আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
৬। আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে।
৭। সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন।
৮। প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্‌ট ভাউচার।
৯। কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।
১০। সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স।
১১। আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার।
১২। নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন।
১৩। জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৪। সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৫। অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন।
১৬। Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।
১৭। অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন।
১৮। দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
১৯। আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা।
২০। Website : www.newpcjewellers.com
২১। e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ
(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ, হাটখোলা,
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৪। **চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ করতে পারেন 8967028106 নম্বরে।**
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতি

ফুলসরা গ্রাম পঞ্চায়েত

*তথ্য সূত্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশন

মোট আসন ২৪টি। তৃণমূল- ১১টি। বিজেপি ১২টি। নির্দল ১টি

জয়ী প্রার্থীর নাম	দল	প্রাপ্ত ভোট	নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি	দল	প্রাপ্ত ভোট
চম্পা সরকার	তৃণমূল	৪৩৪	মিতালী রায় সরকার	বিজেপি	৪৩৩
হরষিত বিশ্বাস	বিজেপি	৫৪১	শচীন গুপ্ত	তৃণমূল	৪০০
সাথী ঘোষ হালদার	বিজেপি	৫৬২	রীতা বিশ্বাস	তৃণমূল	৪২৬
অমেলা সরকার	বিজেপি	৩৭৭	সঞ্চিতা সরকার	তৃণমূল	৩১৬
রজত কুমার মিত্র	নির্দল	১৯৮	কিশোর কুমার মজুমদার	বিজেপি	১৬৬
প্রতিমা ঘোষ	বিজেপি	৪৮৬	সম্পা দাস সরকার	তৃণমূল	৪৬৩
পিনাকী মণ্ডল	বিজেপি	১০৫৪	রাজ মণ্ডল	নির্দল	৫৯৯
ঝর্ণা মজুমদার	বিজেপি	১২১৪	কনিকা সরকার	তৃণমূল	৭১৫
বিনয় কৃষ্ণ রায়	তৃণমূল	৪৯১	চিরঞ্জিত সরকার	বিজেপি	৪৫৭
দিপ্তী মজুমদার হাওলাদার	বিজেপি	৪৫২	দীপান্বিতা সরকার সিকদার	তৃণমূল	২৮৯
রাজ্জাক মণ্ডল	তৃণমূল	২২৬	রাজু মণ্ডল	সিপিআইএম	২২৪
রাজলক্ষ্মী দাস সাহা	তৃণমূল	৫৯০	নবকৃষ্ণ গোলদার	বিজেপি	২৯৩
সম্পা পাল	বিজেপি	৪১৩	মিনাক্ষী দত্ত চৌধুরী	তৃণমূল	৩৯১
সোনাতন অধিকারী	তৃণমূল	৩২৮	প্রদীপ বৈরাগী	বিজেপি	২৬৫
জাহানারা খাতুন মণ্ডল	তৃণমূল	৪১৬	রেবেকা মণ্ডল	সিপিআইএম	২৫৬
তাপস কুমার চৌধুরী	তৃণমূল	৪৬৬	রাজীব রায়	বিজেপি	৩৭৭
দীপা মণ্ডল	বিজেপি	৩৩০	উমারানী সরকার	তৃণমূল	২৭২
পিঙ্কী রায় দাস	তৃণমূল	১০৫২	বিনিতা রায়	বিজেপি	৮০৪
রমেন দাস	তৃণমূল	১০৪৬	দেবকুমার দাস	বিজেপি	৮০৬
টুসি রায় সেন	বিজেপি	৪৪৭	সীমা ঘোষ	তৃণমূল	২৮৭
সুভাষ দে	বিজেপি	৬২০	শঙ্কর বিশ্বাস	তৃণমূল	৪৯৯
শিবু বারুই	বিজেপি	৪৭২	বলরাম সরকার	তৃণমূল	৩৫৩
শ্যামলী দেবনাথ	তৃণমূল	৯৬১	কাঞ্চন কর্মকার	সিপিআই(এমএল) এলআইবি	২৭৫
ভোলানাথ সরকার	তৃণমূল	৮৬৬	সুপ্রিয়া দেবনাথ	বিজেপি	৭৭১

ডুমা গ্রাম পঞ্চায়েত

মোট আসন ৩০টি। তৃণমূল- ১৮টি। বিজেপি ১২টি

জয়ী প্রার্থীর নাম	দল	প্রাপ্ত ভোট	নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি	দল	প্রাপ্ত ভোট
লক্ষ্মী বৈদ্য	তৃণমূল	৪৩৪	রুবি বৈদ্য তালুকদার	বিজেপি	৩৬৮
হীরন্ময় মণ্ডল	বিজেপি	৪৫৯	শুকলাল তালুকদার	তৃণমূল	৩৫২
শ্রীমতি চন্দনা হালদার	তৃণমূল	৪৮৬	বহ্নিশিখা মণ্ডল	বিজেপি	২৩৫
অজয় সরকার	তৃণমূল	৩৮৭	শ্রীনিবাস ভক্ত	বিজেপি	৩৩৪
দ্বীপশিখা মণ্ডল	তৃণমূল	২৯৮	সুমিত্রা দাস	বিজেপি	২৭৪
শম্পা বিশ্বাস	তৃণমূল	৩৮০	কল্যানী হালদার	বিজেপি	৩৫১
সাধনা রায় মণ্ডল	বিজেপি	৫২১	অপর্ণা সরকার মণ্ডল	তৃণমূল	৪৪৮
অঞ্জনা মণ্ডল সরকার	বিজেপি	৫০৭	সোমা সরকার	তৃণমূল	২১৬
গৌতম দাস	বিজেপি	২৮৬	বিমল দাস	তৃণমূল	২৭৯
প্রতিমা বাঙালী সরকার	বিজেপি	৪৭৫	কাঞ্চন বালা মণ্ডল	তৃণমূল	২৯২
সরস্বতী মাঝি	তৃণমূল	৪১৭	পুর্ণিমা বিশ্বাস	বিজেপি	৩৭৬
চন্দ্রা দে দাস	তৃণমূল	৫০০	শিখা দাস	বিজেপি	২৬০
পাপিয়া বিশ্বাস দাস	বিজেপি	৩৩৯	বিকাশ চন্দ্র রায়	তৃণমূল	২৪৭
শিপ্রা রানী দাস	বিজেপি	৪২৭	মালতি দাস	তৃণমূল	৩৫৬
ঝুমা রায়	বিজেপি	৪৬২	চিন্ময় বিশ্বাস	তৃণমূল	৪৩৫
শম্পা প্রামানিক বিশ্বাস	তৃণমূল	৩২৪	উর্মিলা গাইন রায়	বিজেপি	২৩৮
পবিত্র মণ্ডল	তৃণমূল	৩৬৪	অশোক বিশ্বাস	বিজেপি	৩০১
মৌসুমি মণ্ডল	তৃণমূল	৩২১	মনিকা আমিন কর্মকার	বিজেপি	২৮৬
চন্দ্র কান্ত দাস	বিজেপি	৩২৬	অঞ্জনা আঢ্য	তৃণমূল	২৫৩
পিঙ্কি দাস	তৃণমূল	৪৬৫	মনসা প্রামানিক	বিজেপি	৩৫৩
তুষার কান্তি হালদার	বিজেপি	৪৩৪	সাধন ঘোষ	তৃণমূল	৪০২
বিজয় দাস	তৃণমূল	৫১৬	শঙ্কর মণ্ডল	বিজেপি	৪৮৩
রূপা কির্ত্তনীয়া	তৃণমূল	৩৫৯	অতসী ঢালী	বিজেপি	২৮১
উন্নতী বিশ্বাস রায়	বিজেপি	৩৮১	সীমা দত্ত	তৃণমূল	২৫৩
মানষ চৌধুরী	তৃণমূল	৫৬৩	সুচিত্রা রায়	বিজেপি	৩৬৯
লক্ষ্মী ঘোষ	তৃণমূল	৫০৪	তারাপদ সরকার	বিজেপি	৩৬২
সুব্রত বৈদ্য	বিজেপি	৪৭৭	সুরঞ্জন পাণ্ডে	তৃণমূল	৪০১
রীনা মণ্ডল	তৃণমূল	৩৫৭	কৃষ্ণা দত্ত	বিজেপি	২৫২
গোপাল হাজরা	তৃণমূল	৩৬২	প্রভাত হাজরা	বিজেপি	২১৮
নিমাই মণ্ডল	তৃণমূল	২৮৯	সত্যজিৎ হালদার	বিজেপি	৩৭৫

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**